দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 APR 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ায় ১৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ

॥ হাবিবুর রহমান স্বপন ॥

সাঁথিয়া (পাবনা), ৪ঠা এপ্রিল।– দুস্থ ছেলেমেয়েদেরকে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে সরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পভুক্ত ''স্বনির্ভর বাংলাদেশ'' পরিচালিত চুক্তিভিত্তিক কার্যক্রমের অধীন চালুকৃত ১শ' ১টি উপ–আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করায় ইতিমধ্যেই ৮০টি বিদ্যালয়ের ১৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ এবং সংশ্লিষ্ট ৪শ' শিক্ষক–শিক্ষিকা বেকার হয়ে পড়েছে। উক্ত ঘোষণার কারণে আগামী বছর জানুয়ারি মাসে আরো ২১টি বিদ্যালয়ের প্রায় ৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ এবং সংশ্লিষ্ট ১শ' ৫ জন শিক্ষক–শিক্ষিকা বেকার হয়ে পড়বে।

জানা গেছে ''২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্যে শিক্ষা'' সরকারি এই শ্লোগানকে সর্বাত্মক সফর করে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব ব্যাংকের অর্থ সহায়তায় সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে বিত্তহীন, অনগ্রসর, দরিদ্র ও অভাবক্লিষ্ট পরিবারের ৬ হতে ১৪ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদেরকে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করবার বাস্তবভিত্তিক কার্যক্রম হাতে নেয় এনজিও প্রতিষ্ঠান 'স্বনির্ভর' বাংলাদেশের' মাধ্যমে। স্বনির্ভর বাংলাদেশ সরেজমিনে জরিপ ইত্যাদি সার্বিক পূর্বপ্রস্তুতিমূলক কার্যাদি সম্পন্ন করে প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ৬টি জেলার ৯টি থানা এলাকায় ১৯৯৩ সালের ১লা জানুয়ারি হতে ৮০টি বিদ্যালয় চালু করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৯৪ সালের ১লা জানুয়ারি হতে ৫টি জেলার ৬টি থানা এলাকায় আরও ২১টি বিদ্যালয় চালু করে।

আরও জানা গেছে, রিপোর্ট অনুযায়ী অবহেলিত জনপদ যেখানে ২ কিলো–মিটারের মধ্যে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই এবং খাল–বিল ও নদী–নালাজনিত ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে যাতায়াত ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে প্রতিকূল, এই জাতীয় এলাকায় উক্ত উপ–আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলোর স্থান নির্বাচন করা হয়। স্ব স্ব এলাকার দানশীল বিত্তবান ব্যক্তিবর্গের দানকৃত ৪০ শতাংশ জমির ওপর প্রতিটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় দানকৃত অর্থ ও সম্পদে কোথাও টিনের চালা ও চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে বিদ্যালয়গৃহ নির্মিত হয়। একই দান প্রক্রিয়ায় বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল ও আসবাবপত্রাদির সংস্থান করা হয়। স্ব স্ব এলাকার বিদ্যোৎসাহী নেতৃস্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি ও দাতা ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ১১ সদস্যবিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যালয় পরিচালনার দায়–দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিলেন। উক্ত কার্যক্রমের মূল দায়িত্ব পালনকারী স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত অর্থে বিদ্যালয়গুলোতে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় স্টেশনারী, চক, ডাষ্টার এবং ছাত্র–ছাত্রীদেরকে বই ও খাতা–কলম, শ্লেট পেন্সিল ইত্যাদি সরবরাহ করছিল। শিক্ষা বিভাগের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত থানা শিক্ষা অফিসারগণ মাসিকভিত্তিতে বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রম তদারকি করে মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষার নিকট নিয়মিত রিপোর্ট দাখিল করবেন। এই প্রক্রিয়ায় দেশের ৬টি জেলার ১১টি থানা এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ১শ' ১টি স্বনির্ভর বিদ্যালয়ে ২৮ হাজার ছেলেমেয়ের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের কাজ চলছিল।

এদিকে গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত শিক্ষা বিভাগীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির এক সভায় উক্ত ১শ' ১টি উপ–আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের ৮০টি বিদ্যালয় গত বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের ২১টি বিদ্যালয় আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত চালু রাখার পর বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে, ইতিমধ্যেই প্রথম পর্যায়ভুক্ত ৮০টি বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে পড়ায় বর্ষশেষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দ্বিতীয় হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সাড়ে ১৭ হাজার ছাত্রছাত্রী নতুন করে ঝরে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ৪শ' শিক্ষক–শিক্ষিকার বেকার জীবন শুরু হয়েছে। একই সিদ্ধান্তের ফলে আগামী বছর জানুয়ারিতে অপর ২১টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক–শিক্ষিকাদের ভাগ্যে অনুরূপ দুঃখ–দুর্দশা ও বেকারত্বের দুর্দশা শুরু হবে।

এতদসংক্রান্ত বিষয়ে টেলিফোনে যোগাযোগ করলে স্বনির্ভর বাংলাদেশ–এর চেয়ারম্যান এস এম, আল হুসাইনী বলেন, 'বন্ধ ঘোষিত ৮০টি উপ–আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় রেজিস্ট্রিকৃত বিদ্যালয় হিসেবে চালু রাখবার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ে আপ্রাণ চেষ্টা–তদ্বির করছি।'